রোমের ইমানদারদের কাছে লেখা হযরত পৌল রা. চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১৩

[১]প্রত্যেক ব্যাক্তি শাসনকর্তাদের অধীনতা মেনে চলুক; কারণ এমন কোনো কর্তৃত্ব নেই, যা আল্লাহর কাছ থেকে আসে না, এবং প্রচলিত সকল কর্তৃত্ব আল্লাহর দ্বারা স্থাপিত।

[২]সুতরাং যারা কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে, তারা মূলত আল্লাহর নিয়োগের বিরোধিতা করে, এবং যারা বিরোধিতা করে তারা নিজেদের ওপর বিচার ডেকে আনবে।

[৩]কারণ যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্যে নয় বরং যারা খারাপ কাজ করে তাদের জন্য শাসনকর্তারা ভয়ের কারণ। তুমি কি কর্তৃপক্ষের সামনে নির্ভয়ে থাকতে চাও? তাহলে যা ভালো তাই করো, তাতে তুমি তার কাছ থেকে অনুমোদন পাবে।

[৪]কারণ তোমাদের ভালোর জন্যই তারা আল্লাহ্‌র খাদেম হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু তুমি যদি অন্যায় কাজ করো, তাহলে তোমার ভয় করা উচিৎ, কারণ কর্তৃপক্ষ এমনি এমনি তরবারি বহন করেন না! যারা অন্যায় কাজ করে তাদের শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য তারা তো আল্লাহ্‌র খাদেম।

[৫]কাজেই কেবল শাস্তি পাবার ভয়ে নয় কিন্তু বিবেক পরিষ্কার রাখার জন্যও তাদের বাধ্য হতে হবে। [৬]একই কারণে তোমরা করও দিয়ে থাকো, কেননা কর্তৃপক্ষ তো আল্লাহর খাদেম, এবং তারা এই কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। [৭]যার যা পাওনা, তাকে তা দাও- যাঁকে কর দেবার, তাঁকে কর দাও, যাঁকে রাজস্ব দেবার, তাঁকে রাজস্ব দাও, যাঁকে সম্মান দেবার, তাঁকে সম্মান দাও, যাঁকে শ্রদ্ধা করার, তাঁকে শ্রদ্ধা করো।

[৮]তোমরা একজন অন্যজনের কাছে মহব্বত-ঋণ ছাড়া কারো কাছে কোনো বিষয়ে ঋণী থেকো না; কারণ যে অন্যকে মহব্বত করে, সে তো শরিয়ত পূর্ণ করে।

[৯]শরিয়ত বলে: “জিনা করো না; খুন করো না; চুরি করো না; লোভ করো না” ; এবং এরকম অন্য যে-কোনো শরিয়তের সার কথা হচ্ছে, “তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত করো।”

[১০]মহব্বত প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় করে না; অতএব মহব্বতেই সমস্ত শরিয়তের পূর্ণতা।

[১১]এছাড়াও এখন সময়টা কেমন তা তোমরা জানো, এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়। কেননা যখন আমরা ইমান এনেছিলাম, তখনকার চেয়ে এখন নাজাত আমাদের আরো কাছে এসে গেছে; [১২]রাত

প্রায় শেষের পথে, দিন কাছে এসে গেছে। এসো, আমরা অন্ধকারের কাজগুলো ছেড়ে দেই এবং আলোর বর্ম পরে নেই;

[১৩]রঙ্গরসেও মাতলামিতে নয়; অসংযত ভোগ লালোসা ও কামুকতায় নয়, ঝগড়াঝাটি ও ঈর্ষা বা হিংসা-পরায়ণতায় নয়, বরং এসো, দিনের আলোর উপযুক্তভাবে চলি।

[১৪]তোমরা বরং হযরত ইসা মসিহকে পরিধান করো আর শারীরিক কামনা-বাসনা তৃপ্ত করার জন্য কোনো সুযোগ রেখো না।